কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি

সম্বন্ধে

দুই একটি কথা।

শঙ্কর-সেবক ভারতী শতানন্দ-

বিরচিত।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি

সম্বন্ধে

দুই একটি কথা।

শঙ্কর-সেবক ভারতী শতানন্দ-

বিরচিত।

কলিকাতা,

৬১।৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেসে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস
দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৫ সাল।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু মানবদিগের মধ্যে 'কর্ম্মবাদ,' 'ভক্তি-বাদ' ও 'জ্ঞান-বাদ' লইয়া বহুল মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহবা কখন 'কর্ম্ম'কেই শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন, কেহবা কখন 'জ্ঞান'কেই শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন, কেহবা 'জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়'কে মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন ও কেহবা 'ভক্তি'কেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। স্বরূপতঃ উহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও ফলতঃ উহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান, সাংখ্যযোগ বা আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা ও অহৈতুকী ভক্তি ইহাদের মধ্যে স্বরূপতঃ বর্ণনা, শাস্ত্রে পৃথক রূপে দৃষ্ট হইলেও, উহারা সাধনা-বল্লীর একই বৃন্তস্থ তিনটি মনোরম পুষ্প স্বরূপ। কর্ম্ম নিষ্কাম না হইলে, জ্ঞাননিষ্ঠা সাংখ্য-সম্মত না হইলে, ভক্তি পরা বা ঐকান্তিকী না হইলে, অথবা জীব সেই সেই সীমায় না উপস্থিত হইলে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে পৃথক সম্বন্ধ আছে। কর্ম্মানুষ্ঠান বা বেদবিধি অনুসরণ কালে জ্ঞান ও ভক্তি, কিম্বা জ্ঞান বা বিজ্ঞানালোচনা কালে কর্ম্ম ও ভক্তি, কিম্বা শুদ্ধ-সত্ত্বময় ভগবদ্ভাবপূর্ণ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে জ্ঞান ও কর্ম্মের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু শেষাবস্থায় নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান, শুদ্ধ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা ও অহৈতুকী ভক্তি বা মহামতি বুদ্ধ, জ্ঞানগুরু শঙ্কর, ও প্রেমাবতার মহাপ্রভু চৈতন্যে কোন পার্থক্য নাই।

কর্ম্ম।

'কর্ম্মবাদ' বলিতে হইলে, কর্ম্ম কাহাকে বলে, দেখা উচিত। সকল মানবই প্রতিনিয়ত কর্ম্ম করিতেছে। কেহ এক মুহূর্ত্ত কর্ম্ম না করিয়া

বসিয়া নাই। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, সকল অবস্থাতেই মানব প্রতিনিয়ত কর্ম্ম করিতেছে। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীকৃষ্ণমুখে গীতা উপনিষদে বলিয়াছেন,—

'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥'

যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা ক্ষণকালের নিমিত্ত সমস্ত কামনা নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিতে না পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ ক্ষণকালের নিমিত্ত নিষ্ক্রিয় নহে। কারণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া সকল সময়েই হয় অন্তর্জগতে—না হয় বহির্জগতে অদৃষ্টাধীন পুরুষকে কর্ম্ম করিতে হইতেছে। সেই জন্যই ভগবান্ শ্লোকে বলিয়াছেন—কেহ কখনও 'অকর্ম্মকৃৎ' হইয়া থাকিতে পারে না। সকল মানবই প্রকৃতি-জাত গুণসমূহ দ্বারা বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করিতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আমরা সকলেই অদৃষ্ট-বশীভূত হইয়া, বা যাহা ঘটে ঘটুক এইরূপ মনে করিয়া যে সকল কর্ম্ম করিতেছি তাহাই করিব ? অথবা আমরা স্ব স্ব পুরুষকাব ও বিবেক-বুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিব তাহাই অনুষ্ঠান করিব ?

মহাত্মা অর্জ্জুনের কোন সময়ে কোন্ কর্ম্ম প্রকৃত কর্ম্ম ও কোন্ কর্ম্ম করণীয় নহে, এইরূপ একটি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ বাসুদেব তাঁহার সন্দেহ নিরাকরণ ছলে বলিয়াছিলেন—

"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥
কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণোগতিঃ ॥"

"হে ধনঞ্জয়! অনুষ্ঠাতা ব্যক্তি কিরূপ কর্ম্ম করিলে তাহা প্রকৃত পক্ষে

'কর্ম্ম' বলিয়া গণ্য হয়, আর কিরূপ অনুষ্ঠান প্রকৃত পক্ষে 'অকর্ম্ম' বলিয়া গণ্য হয়, তাহা বুঝিতে পণ্ডিত মেধাবী লোকও মুগ্ধ হইয়া থাকেন। তুমি 'কর্ম্ম' 'অকর্ম্ম' ও 'বিকর্ম্ম' মধ্যে প্রভেদ জানিতে পারিলে, অনেক দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।" শ্রদ্ধাশীল হইয়া যজ্ঞ-দান-তপস্যাদি অনুষ্ঠান কিম্বা আত্মসাক্ষাৎকার লাভাশায় গিরিদরীতে মহর্ষিগণের ন্যায় ধ্যান ধারণা, ইহা এক জাতীয় কর্ম্ম। এইরূপে স্বার্থপ্রেরিত হইয়া বিজ্ঞান, শিল্প ও দর্শন, জ্যোতিষ, কৃষি ও ভূতত্ত্ব, প্রাণীবিদ্যা, যুদ্ধ, রাজনীতি, সমাজনীতি আদি শিক্ষাও এক জাতীয় কর্ম্ম। আর হত্যা, হিংসা, মিথ্যা-বাদ, তস্করতা, রিপুপরায়ণতা ও পান ভোজনের অমিত ব্যবহারাদি ইহারাও এক জাতীয় কর্ম্ম। এইরূপ কর্ম্ম সকল যেমন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ ও উহারা যেমন 'কর্ম্ম,' 'অকর্ম্ম' ও 'বিকর্ম্ম' অথবা সাত্ত্বিক রাজসিক, তাম-সিক, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, এইরূপ অধিকারী বা কর্ম্মীর মধ্যে ভিন্ন শ্রেণী আছে। সকল মানবের ধাতু সকল কর্ম্ম করিবার জন্য উপযুক্ত নহে। মহামতি শঙ্কর যে কর্ম্ম করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা "আমি-তুমি" প্রভৃতি সামান্য লোকের কিরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে? এই জন্য জীবের সাধারণ লক্ষ্য এক বা মোক্ষ হইলেও উহা পাইবার জন্য স্ব স্ব শক্তি বা অধিকার অনুসারে ধীরে ধীরে একটির পর একটি করিয়া স্ব স্ব ধর্ম্মের কর্ম্ম-সোপানগুলিতে আরোহণ ও অগ্রসর হওয়া উচিত।

এইরূপে জাতি, বর্ণ, দেশ, কাল ও অবস্থা অনুসারে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের মধ্যেও পার্থক্য জন্মিয়াছে। পশ্বাদি জাতিতে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণে, অশ্বক্রান্তা-রথক্রান্তাদি দেশে, পরাধীনতাদি কালে এবং দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়নে 'হা অন্ন হা অন্ন' প্রার্থনাপূর্ণ আদি অবস্থায়, যাহা কিছু (কর্ত্তব্য) কর্ম্ম, তাহা সার্ব্বভৌমিক নহে, বুঝিতে হইবে। এইরূপে মানব জাতির যাহা কর্ত্তব্য, পশুজগতে তাহা কর্ত্তব্য নহে। হিন্দুর যাহা কর্ত্তব্য,

বর্ণগত পার্থক্য হেতু যবনের তাহা কর্ত্তব্য নহে। বাল্যাদি অবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য, যৌবনাবস্থায় তাহা কর্ত্তব্য নহে ও মহাত্মা ব্যাসদেবের অধিকার অনুসারে যে কর্ত্তব্য, আমার তোমার তাহা কর্ত্তব্য নহে বুঝিতে হইবে। 'কর্ম্মতত্ত্ব,' বুঝিতে হইলে, কর্ম্মের (১) স্বরূপ (২) অধিকারী (৩) দেশ (৪) কাল (৫) অবস্থা ইত্যাদি আলোচনার প্রয়োজন। এই কর্ম্মতত্ত্ব না বুঝিয়া, আমরা অজ্ঞানাচ্ছন্ন মায়ান্ধ জীব---অধুনা বড়ই বিভ্রাটে পড়িয়াছি। আমি চঞ্চল বা রাজসিক প্রকৃতিক হইলে, কিরূপে প্রথমে আমাতে ধারণা-ধ্যান-সমাধির অধিকার জন্মিবে ? আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার ধাতু সাত্ত্বিক অর্থাৎ যিনি ধ্যান, ধারণা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপস্যাদির আলোচনা ভালবাসেন, তিনি হয়ত অবস্থার ফেরে, উদর পূরণের দুশ্চিন্তায়, রাজসিক তামসিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। এই রূপে কেহবা শিশুশিক্ষনীয় অধিকার লইয়া এম, এ ক্লাসের অধিকার লাভে চেষ্টা করিতেছেন ; আবার কেহ বা এম, এ ক্লাসের অধিকার লাভ করিয়া শিশু-শিক্ষাপাঠে কালাতিপাত করিতেছেন। সুতরাং স্বাধীনতা না থাকায় অথবা স্বাধীনচিত্ত বিশ্ববিজয়ী জ্ঞানগুরু শঙ্কর, বুদ্ধ, ব্যাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণ আমাদের পরিচালক রূপে না থাকায়, এই ধর্ম্ম-কর্ম্মভূমি ভারতে দারুণ 'কর্ম্ম-বিভ্রাট' যে উপস্থিত হইবে সে বিষয়ে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

এইজন্য আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী মানবগণ যেমন কর্ম্মানুষ্ঠান কালেই কর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে (১) স্বরূপ (২) অধিকার (৩) দেশ (৪) কাল (৫) অবস্থাদি বিবেচনা করিবেন তদ্রূপ (৬) কর্ম্ম সকলের উদ্ভব (৭) কর্ম্মের হেতু কি, এতৎ সম্বন্ধেও আলোচনা করিবেন।

শাস্ত্র বলেন—সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। কর্ম্ম, বেদ ও ব্রহ্মে একটি নিত্য সম্বন্ধ আছে। কোন কর্ম্মই নিন্দনীয় নহে। কার্য্যমাত্রে 'বাসনা'

এবং 'অনাত্ম-বুদ্ধি' থাকিলেই উহা নিন্দনীয় ও পরিবর্জ্জনীয় হয়। সকল কর্ম্মই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া, সকল স্বষ্ট জীবেরই কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই কর্ম্ম দ্বারা দেব, মনুষ্য, পশু, সমস্ত জগতেই একটি নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। কর্ম্ম দ্বারাই দেব-জগৎ মনুষ্য-জগৎকে রক্ষা করিতেছে এবং মনুষ্য-জগৎও দেব-জগতের প্রীতি সাধনোদ্দেশে কর্ম্ম করিতেছে। কর্ম্ম দ্বারাই সৌরমণ্ডলস্থ অসংখ্য দেবগণ বিবিধ প্রকারে পৃথিবীলোককে পালন করিতেছেন ও আমরাও সামগানাদি দ্বারা ও পবিত্র সমিধাগ্নিতে আজ্যসোমরসাদি প্রদান করিয়া দেব-জগতের প্রীতি-সাধন করিতেছি। গীতায় উক্ত আছে—

"কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥

(অপিচ)

সহযজ্ঞাঃপ্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষবোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥"

বেদ হইতে কর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, অর্থাৎ বেদ প্রবর্ত্তকবিধিতে কর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন। বেদ অপৌরুষেয় বা পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন। সুতরাং কর্ম্মের মধ্যে সকল সময়েই ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন। কেবল এই কারণে নহে; ব্রহ্ম যখন সর্ব্বব্যাপী, তখন তিনি কর্ম্মমধ্যেও অনুস্যূত

আছেন। অতএব হে অর্জ্জুন! প্রত্যেক মানবের কর্ম্ম করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

পুরাকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা মনুষ্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল বিধান করিয়া বলিয়াছিলেন—'হে মনুষ্যগণ! আমার প্রদত্ত এই নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা তোমরা বৃদ্ধি সম্পন্ন হইতে থাক। এই কর্ম্মই তোমাদের সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া দিবে। ঐ সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে সম্বর্দ্ধিত কর, তাহা হইলে ঐ দেবতারাও তোমাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিবেন। এইরূপ পরস্পর সম্বর্দ্ধনের দ্বারা ক্রমে তোমরা পরম শ্রেয়ঃ মুক্তিলাভ করিবে।'

অন্ন হইতে প্রাণী সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে; এবং পর্জ্জন্য বা বর্ষণাধিষ্ঠাত্রী দেবশক্তি হইতে অন্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পর্জ্জন্যদেব যজ্ঞ হইতে সমুদ্ভূত হন। যজ্ঞ কর্ম্ম দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই-রূপে দেখা যায় যে, সমস্ত কর্ম্মই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ও জগদীশ্বরের অভিপ্রেত। কর্ম্মানুষ্ঠান নিন্দনীয় নহে। কর্ম্মানুষ্ঠান মধ্যে কেবল পাপ-পুণ্য, কর্ম্ম-অকর্ম্ম-বিকর্ম্ম, বা সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক, এইরূপ একটি পার্থক্য আছে, কিন্তু উহাতে 'উচ্চ জাতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম' বা 'নীচ জাতির কর্ত্তব্য,' এরূপ বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান-রক্ষা, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতার ব্রাহ্মোণোচিত বেশে ভিক্ষা-প্রার্থনা, প্রজা-রঞ্জক রাজা রামচন্দ্রের সীতা-পরিত্যাগ, কিম্বা স্বদেশপ্রাণ মহাশয় পুরুষ-দিগের দেশ-হিতার্থে সামান্য কর্ম্ম গ্রহণ নিন্দনীয় নহে। কর্ম্ম-ক্ষেত্র ভারতভূমে কর্ম্মবিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া এখন অল্পশিক্ষিত বা শিক্ষাভিমানী মানবগণ শিল্প ও বাণিজ্যরূপ কর্ম্মকে অতি হেয় বলিয়া মনে করিতেছেন। কর্ম্ম ও গুণাধিকার বিবেচনা করিলে, ভারতে এখন প্রকৃত বৈশ্য, প্রকৃত ক্ষত্রিয় ও প্রকৃত ব্রাহ্মণের অভাব হইয়াছে; এবং

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবাসীগণ জীবিকানির্ব্বাহের ঐরূপ বহুবিধ কর্ম্ম ও উপায়অভাবে দিন দিন ক্ষাণমস্তিষ্ক ও দুর্ব্বলকায় হইতেছেন।

পরিশেষে সপ্তম প্রকরণ—কর্ম্মের কারণ কি? এতৎসম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত। দ্বৈপায়ন ঋষি তাঁহার গীতা-উপনিষদে বলিয়াছেন,—

"অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥
শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥"

কর্ম্মবন্ধনবিমোচক সমস্ত বেদান্তগ্রন্থ বলিয়া থাকেন—পাঁচটি কারণের দ্বারা সমস্ত কর্ম্মফল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ১ম কারণ অধিষ্ঠান অর্থাৎ আমাদের শরীর; ২য় কারণ অহঙ্কার বা কর্ম্মের কর্ত্তা (অর্থাৎ এই দেহ, মনঃ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত অভিন্নভাবাপন্ন আত্মা), ৩য় কারণ—আমাদের করণ বা ইন্দ্রিয়গুলি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি; ৪র্থ কারণ—প্রাণাদি বায়ু বা ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা ও ৫ম কারণ—অদৃষ্ট। মনুষ্য, শরীর বাক্য ও মন দ্বারা ন্যায্য বা অন্যায্য যে কোন কর্ম্ম নিষ্পন্ন করে, তৎসমস্ত এই পাঁচটি কারণ হইতে সম্পাদিত হয়। কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলেই শরীররূপ অধিষ্ঠানের প্রয়োজন হইয়া থাকে; এবং মনঃ, প্রাণ, ও সমস্ত ইন্দ্রিয়-চেষ্টাও কর্ম্মানুষ্ঠান প্রবৃত্তির হেতু। 'অহঙ্কার' বা অহংজ্ঞান না থাকিলেও আবার কর্ম্ম হয় না। কর্ম্মীর অনুষ্ঠান কালে 'আমি করিতেছি' এবম্বিধ অহংজ্ঞানও থাকে দৃষ্ট হয়। যাঁহারা পূর্ব্বজন্ম বা পরজন্ম স্বীকার করেন না, তাঁহাদের পক্ষে 'অদৃষ্ট' কিরূপে কর্ম্মের কারণ হইতে পারে?—এরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে বটে কিন্তু এখানে তাহা বিচার্য্য নহে। 'অদৃষ্ট,' 'প্রাক্তন,' 'পাপপুণ্য,' 'ধর্ম্মাধর্ম্ম,' বা 'কর্ম্ম-সংস্কার' এ সমস্ত কথা ভিন্ন নহে। উহারা তত্ত্বতঃ একই পর্য্যায়শব্দ। পূর্ব্ববর্ত্তী কালের

অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাধর্ম্ম-কর্ম্মগুলিই 'দেহান্তর প্রাপ্তি' বা মৃত্যু প্রভৃতি অবস্থা-পটের অন্তরালে থাকে বলিয়া উহা 'অদৃষ্ট' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আমি যাহাই কিছু করি না কেন, সূক্ষ্মশরীরে তাহার একটি সংস্কার আহিত থাকিয়া যায়। মনে করুন, আপনি একটি সুন্দর পর্ব্বত-জাত প্রসূন দর্শন করিলেন। দর্শন-ইন্দ্রিয় উহার যে সত্তা গ্রহণ করিল, তাহা অবিনাশী। সূক্ষ্ম শরীরে তাহার একটি সংস্কার আহিত থাকিয়া গেল। উদ্বোধক উপস্থিত হইলে কিম্বা অনুকূল কারণকূটের সংযোগ ঘটিলে কিম্বা তৎসদৃশ অপর একটি সুন্দর পুষ্প দেখিলে, এই অবিনাশী সত্তা আবার উপস্থিত হইতে পারে। এই সত্তার মৃত্যুর পরেও স্থায়িত্ব আছে। মৃত্যু বা দেহান্তর-পরিবর্ত্তন—বাল্য, কৌমার, যৌবন, জরা প্রভৃতির ন্যায় অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মৃত্যুর পর আতিবাহিক দেহের ভোগ ঘুচিয়া গেলে, পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মবিপাকানুযায়ী ফলস্বরূপ নূতন স্থূলদেহের গ্রহণ হইয়া থাকে। তখন আবার জীব মৃত্যুর পূর্ব্বের বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পাপ-পুণ্যের সংস্কার বা অদৃষ্টানুযায়ী নূতন ঘটে কর্ম্মপ্রবাহ আরম্ভ করে। মৃত্যু যেন দুইটি জন্মের মধ্যবর্ত্তী একখানি অন্তরাল পট। এই জন্মের পাপ-পুণ্যানুষ্ঠানই পর পর জন্মে 'অদৃষ্ট' নামে অভিহিত হয়। এই জন্মের কর্ম্মফল যে এই জন্মেই সমস্ত ভোগ হইয়া যাইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। কর্ম্ম প্রবাহরূপে অনাদি বলিয়া কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে কোন পার্থক্য নাই। মৃত্যুও এক প্রকার কর্ম্মফল। মৃত্যু নামক অন্তরাল-পট তুলিয়া লইলে, এই কর্ম্মের প্রবাহরূপে অনাদিত্ব ও পূর্ব্বজন্ম বা পুনর্জ্জন্মের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হইয়া থাকে। এই জন্য অদৃষ্টও কর্ম্মের এক কারণ।

এইরূপে অহঙ্কারও কর্ম্মের হেতু। অহংজ্ঞান হইতে সৃষ্টির প্রারম্ভ। সাংখ্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—অহঙ্কার হইতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ আদি

পঞ্চ তন্মাত্রা, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে।* জীব সৃষ্টিতে এই একবিংশতি পদার্থ মূল উপাদান। কর্ম্মসমূহের স্বরূপ বা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী উহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ, দেশ, কাল, অবস্থা, অধিকার ও কর্ম্মসমূহের অদৃষ্ট-অহঙ্কারাদি পঞ্চ হেতু, এই দ্বাদশটি প্রকরণ চিন্তা করিবার পরও আর দুইটি বিষয় চিন্তনীয় আছে। একটি—কর্ম্মফলে আসক্তি ও কর্ম্মফল ত্যাগ এবং অপরটি—আমাদের কর্ম্মানুষ্ঠান-প্রণালী। কর্ম্মফলে আসক্তিই সকল বন্ধনের-মূল আর কর্ম্মফল-ত্যাগই দুঃখবিমুক্তির হেতু। কর্ম্ম বন্ধনের কারণ নহে, আসক্তিই বন্ধনের কারণ। কর্ম্মত্যাগ দুঃখবিমুক্তির হেতু নহে, কর্ম্মফলত্যাগই দুঃখবিমুক্তির হেতু।

"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥"

কথিত আছে, অশ্বপতি জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ তাঁহাদের প্রতিপাল্য ক্ষাত্রধর্ম্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করতঃ ক্রমে ক্রমে জ্ঞান-যোগের অধিকারী হইয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পর-ধর্ম্মো ভয়াবহঃ" "অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ"—ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে বুঝা যায় যে, জীব গুণ-কর্ম্মাদি অনুসারে যাহার যাহা স্বধর্ম্ম বা প্রকৃতি-জাত ধর্ম্ম, তাহাই আসক্তি বা ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া অনুষ্ঠান করিবেন ও যাহা পরধর্ম্ম বা অনৈসর্গিক ধর্ম্ম, তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবেন। জীব এইরূপে কর্ম্ম করিলেই পরমপদ বা মোক্ষলাভে অধিকারী হন।

পুনশ্চ রাগ দ্বেষ ও ফলকামনা বিরহিত হইয়া যে সমস্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদিগকে সাত্ত্বিক বলে। আর ফলপ্রাপ্তিকামনা এবং অহঙ্কার সহকারে, অতি কষ্টকর বোধে যে সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, তাহাদিগকে

---

* "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্ম্মহান্, মহতোঽহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি উভয়ম্-ইন্দ্রিয়ম্, তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি।"

রাজস ক্রিয়া বলে। এবং ভবিষ্যতে এক অশুভ ফল, শক্তিক্ষয়, অর্থক্ষয়, পরিজনাদির ক্ষয়, প্রাণীহিংসা, এবং আত্মসামর্থ্যাদি পর্য্যালোচনা না করিয়া অজ্ঞান বা অবিবেক বশে যে সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, তাহাদিগকে তামস ক্রিয়া বলে। শ্রী গীতায় উক্ত আছে—

"নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতং॥
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে॥"

এইরূপ (কর্ম্ম)-কর্ত্তাও সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। যিনি সমস্ত ক্রিয়াতেই আসঙ্গ ও অহঙ্কারশূন্য এবং ধৃতি, অধ্যবসায় ও উৎসাহসম্পন্ন, ক্রিয়ার ফললাভে ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার, তাঁহাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলে।

আর যিনি রাগী বা আসক্তিযুক্ত, কর্ম্মফলার্থী, পরদ্রব্যে সঞ্জাততৃষ্ণ ও পরার্থে স্বদ্রব্য পরিত্যাগ করেন না, যিনি পরপীড়নস্বভাব, বাহ্যাভ্যন্তরশৌচবর্জ্জিত, ইষ্টপ্রাপ্তিতে হর্ষযুক্ত ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে শোকগ্রস্ত, তিনিই রাজস কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হন।

আর যিনি অসমাহিত অত্যন্ত অসংস্কৃতবুদ্ধি, যিনি প্রকৃতিপরবশ বা বালিশ, স্তব্ধ বা অনম্র, যিনি শঠ, মায়াবী (শক্তিগূহণকারী), নৈষ্কৃতিক (পরবৃত্তিচ্ছেদনপর), অলস (অপ্রবৃত্তিশীল), কর্ত্তব্য কার্য্যে বিষাদী অর্থাৎ অবসন্নস্বভাব, যিনি কর্ত্তব্য কার্য্য দীর্ঘকালে সম্পন্ন করেন, আজ বা কাল কি হইবে বিবেচনা না করিয়া মোহবশে কর্ম্ম করেন, তাহাকে তামস কর্ত্তা কহে।

উক্ত আছে ঃ—

মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোহশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোহলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥

এইরূপে ব্রাহ্মণের কর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম, বৈশ্যের কর্ম্ম, ইহাদের মধ্যেও পার্থক্য রহিয়াছে এবং গুণ ও কর্ম্মানুসারে স্ব স্ব জাতিগত ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে।

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য ইত্যাদি কর্ম্ম ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দাক্ষ, যুদ্ধে অপলায়ন, দান, ঈশ্বরভাব, এ সমস্ত স্বভাবজাত কর্ম্ম ক্ষাত্রকর্ম্ম। আর কৃষি, বাণিজ্য পশু-পালনাদি কর্ম্ম বৈশ্যজাতির স্বভাব-জনিত কর্ম্ম। শূদ্রের পক্ষে পরিচর্য্যাই স্বভাব-জাত কর্ম্ম। উক্ত আছে—

"শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্॥
কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥

জ্ঞান।

সংসারে আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী কপিল শঙ্করাদি মতাবলম্বী দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যেও "জ্ঞানবাদের" প্রচার বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

জ্ঞানবাদীরা বলেন একমাত্র জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান নিত্য ও অখণ্ড। তাঁহাদের মতে জ্ঞানের কোন কালে বিনাশ নাই। কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, কি সুষুপ্তি, সকল অবস্থাতেই জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে। জ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ। কেন না শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ কালে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন—যিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দময় তিনিই ব্রহ্ম। জ্ঞানবাদিগণ জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। যাহা ব্রহ্মজ্ঞান তাহাই জ্ঞান। এতদ্ভিন্ন সমস্তই বিজ্ঞান। "মোক্ষে ধী র্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ"।

কিন্তু কখন কখন এই 'বিজ্ঞান' শব্দও ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিয়াছে। কেননা শ্রুতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে 'যিনি বিজ্ঞানময়' তিনিই ব্রহ্ম। "বিজ্ঞানং যজ্ঞঃ তনুতে। কর্ম্মাণি তনুতেঽপিচ। বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব্বে। ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে। বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ। তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি। স শরীরে পাপানি হিত্বা সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে।" এই বিজ্ঞানময় আত্মাই যজ্ঞানুষ্ঠান ও অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি অমরগণ বিজ্ঞানময় আত্মাকে জগতের জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই বিজ্ঞানাত্মা ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা তাঁহারা সর্ব্ববিজ্ঞানবান্ হইয়াছেন। যাঁহারা সেই বিজ্ঞান-আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, এবং নিয়ত সেই ব্রহ্মেতে আত্মভাবনা সংস্থাপিত করেন, তিনি শরীরাভিমানজাত পাপসমূহ পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্ম-বিজ্ঞান রূপ আনন্দ অনুভব করতঃ চিরশান্তি ভোগ করিয়া থাকেন।

এই জ্ঞানস্বরূপ চিদাকাশের অংশবিশেষ আচ্ছন্ন করিয়া সদসৎ (অর্থাৎ 'সৎ'ও নহে 'অসৎ'ও নহে,) অনির্ব্বচনীয় ও ভাবাতীত অজ্ঞান বা মায়া নামে এক অপূর্ব্ব পদার্থ ঘনাচ্ছন্ন অর্কের ন্যায় জীবের আত্মদৃষ্টির অবরোধ ও সৃষ্টি-বিভ্রম উৎপাদন করিয়াছে এবং সেই অংশবিশেষেই যেন এই কাল্পনিক সৃষ্টি-সমুদ্রের বিবিধ জীবকল্লোল উত্থিত হইয়াছে।

"অহো ভুবনকল্লোলৈর্বিচিত্রৈর্দ্রাক্ সমুত্থিতম্।
মর্য্যনন্তমহাম্ভোধৌ চিত্তবাতে সমুদ্যতে॥
ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ চিত্তবাতে প্রশাম্যতি।
অভাগ্যাজ্জীববণিজো জগৎপোতো বিনশ্বরঃ॥
মর্য্যনন্তমহাম্ভোধৌ আশ্চর্য্যং জীববীচয়ঃ।
উদ্যন্তি ঘ্নন্তি খেলন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ॥"

জ্ঞানবাদীরা বলেন—চিৎস্বরূপ অহং-উপাধিধারী আত্মপদার্থ মহান্ সমুদ্র স্বরূপ। সহসা চিত্ত-বায়ু সেই সমুদ্রে প্রবাহিত হওয়ায় এই সংসার বা সৃষ্টি-তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে। সেই মহা-সমুদ্রে মনুষ্যাদি বিবিধ উপাধিধারী বহুবিধ জীবের নানা জাতীয় পোত সকল ভাসমান রহিয়াছে। চিত্তবায়ু (মনোবৃত্তি) প্রশমিত হইলেই দুর্ভাগ্য জাদের স্ব স্ব অর্ণবতরী জলমগ্ন ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। 'অহং' উপাধিধারী এই ব্রহ্মসমুদ্রে জীবরূপ তরঙ্গকুলের সমুত্থান, ক্রীড়া, বিনাশ ও লয় সততই এইরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

জ্ঞান সৎ অথবা নিত্য, চিৎ ও আনন্দময়। অস্ ধাতু হইতে 'সৎ' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা 'অস্তি'—চিরকালই আছে, তাহাকেই 'সৎ' বলে। 'জ্ঞানের' সঙ্গে যেমন একটি 'নিত্যত্বের' সম্বন্ধ আছে, সেইরূপ জ্ঞানের সহিত আনন্দময়ত্বেরও একটি সম্বন্ধ আছে। যে অধিকার বা পাত্রে জ্ঞান ও বিজ্ঞানালোচনা যতদূর, সেখানে আনন্দ-সত্তাও তদ্রূপ। এইরূপে 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞানের' সহিত 'নিত্যত্ব' ও "আনন্দময়ত্বে"র একটি চির সম্বন্ধ আছে বলিয়াই স্বামী শঙ্করাচার্য্য বলেন—

"মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো
মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তি বস্তু।
চিদাভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ
স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোঽয়মাত্মা॥

যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ
মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকং।
তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ
স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোঽয়মাত্মা ॥
মনশ্চক্ষুরাদের্বিমুক্তঃ স্বয়ং যো
মনশ্চক্ষুরাদের্মনশ্চক্ষুরাদিঃ।
মনশ্চক্ষুরাদেরগম্যস্বরূপ
স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোঽয়মাত্মা ॥
য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ
প্রকাশস্বরূপোঽপি নানেব ধীষু।
শরাবোদকস্থ যথা ভানুরেকঃ
স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোঽয়মাত্মা ॥
যথানেকচক্ষুঃ প্রকাশো রবির্ন-
ক্রমেণ প্রকাশীকরোতি প্রকাশ্যং।
অনেকাধিয়ো যস্তথৈকঃ প্রবোধঃ
স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোঽয়মাত্মা ॥
ঘনাচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনাচ্ছন্নমর্কং
যথা নিস্প্রভং মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ।
তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ
স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোঽয়মাত্মা ॥”

যেমন দর্পনের অভাব হইলে মুখাভাস বা মুখ-প্রতিবিম্বের অভাব হয়, তখন কেবল সেই একমাত্র মুখই থাকে, সেইরূপ বুদ্ধিসত্ত্বের অভাব হইলে যিনি নিরাভাস, নিস্প্রতিবিম্ব, একমাত্র পরমার্থ সৎ, তিনিই নানাত্ববোধশূন্য, অদ্বিতীয় নিত্যোপলব্ধ একমাত্র আত্মস্বরূপে অবশিষ্ট থাকেন।

যিনি মনশ্চক্ষু আদি হইতে পৃথক্, যিনি মনশ্চক্ষু প্রভৃতির অগোচর, যিনি স্বয়ং প্রকাশ, যিনি একই ভানুর বহু উদক-পাত্রে প্রতিফলিত নানা উপাধি স্বীকার করিয়া বহু প্রতিবিম্বের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণে প্রতিভাত হইতেছেন, সেই অদ্বিতীয় নিত্যোপলব্ধ পরমাত্মস্বরূপ আত্মপদার্থ ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই।

অল্পায়ত মেঘ বহুযোজন সূর্য্যকে ঢাকিতে পারে না, দর্শকের দৃষ্টিকেই ঢাকিয়া থাকে, তথাপি মূঢ়েরা ভ্রান্তিক্রমে যেমন সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন মনে করে, সেইরূপ প্রকাশস্বভাব আত্মা অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়াই বদ্ধদৃষ্টি বশতঃ অজ্ঞাননিষ্ঠসুখাদিকে আত্মনিষ্ঠ মনে করে ; তাহারা জানেনা যে, সেই নিত্যোপলব্ধ ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই।"

এই জন্য জ্ঞানবাদীগণ সর্ব্বদা আত্মকল্যাণার্থে শাস্ত্র-উপদিষ্ট শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন উপদেশ দিয়াছেন। জ্ঞানবাদীগণ 'অদ্বৈতবাদী' নামেও অভিহিত হন। অদ্বৈতবাদী মাননীয় মহাত্মাগণই কেবল বলিয়া থাকেন, এক ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। এই জন্য তাঁহারা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "প্রজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য উল্লেখ করিয়া তাহার নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটনকালে একমাত্র ব্রহ্মের অস্তিত্বই স্বীকার করিয়াছেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুখে বলিয়াছেন আত্ম-পদার্থ সর্ব্বব্যাপী, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, পরিপূর্ণ, নিত্য। ইহাঁর বিনাশ নাই। ইনি ষড়বিকাররহিত মহাপুরুষ। ইহাঁর শোক, দুঃখ, জরা, বার্দ্ধক্য, মোহ ব্যাধি, কিছুই নাই। ইনি কাহাকেও হনন করেন না কাহার দ্বারা হতও হয়েন না। তিনি সৎ, চিৎ আনন্দময়, সর্ব্বব্যাপী, পরিপূর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন ও বিভূস্বরূপ ; তিনিই ব্রহ্ম। সাংখ্য বা জ্ঞানযোগীগণ সতত শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন সহকারে তাঁহাতে তন্ময়ত্ব অভ্যাস করেন।

বেদ দুই প্রকার বিধি উপদেশ করিয়া থাকেন। উহা 'প্রবর্ত্তক' ও 'নিবর্ত্তক' বিধি নামে অভিহিত। সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান প্রবর্ত্তক বিধির অন্তর্গত। "অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ কর, স্বর্গে যাইবে" ইত্যাদি প্রকার প্রবর্ত্তনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে উহা প্রবর্ত্তক বিধি নামে আর কর্ম্মসমূহ নিষ্কাম ভাবে বা ফলকামনা বিরহিত হইয়া, অনুষ্ঠিত হইলে উহা নিবর্ত্তক বিধি নামে অভিহিত হয়। "দ্বিবিধোহি বেদোক্তোধর্ম্মঃ প্রবৃত্তিলক্ষণোনিবৃত্তিলক্ষণশ্চ। তত্রৈকো জগতঃ স্থিতিকারণং, প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়ঃ নিঃশ্রেয়সহেতুর্যঃ স ধর্ম্মঃ ব্রাহ্মণাদ্যৈর্ব্বর্ণিভিরাশ্রমিভিঃ শ্রেয়োঽর্থিভিরনুষ্ঠিয়মানো দীর্ঘেন কালেন অনুষ্ঠাতৃণাং কামোদ্ভবাদ্ধীয়মানে ধর্ম্মে, প্রবর্দ্ধমানে চাধর্ম্মে জগতঃ স্থিতিং পরিপালয়িষুঃ স আদিকর্ত্তা নারায়ণ—সম্বভূব।"

এইরূপে দেখা যায় যে, যতদিন জীবের এক অবিভক্ত অখণ্ড ব্রহ্মজ্ঞান সুপ্রকাশিত না হয়, ততদিন জীবকে কর্ত্তব্যসমূহ, কামনা রাখিয়াই হউক অথবা নিষ্কাম ভাবেই হউক, সম্পন্ন করিতে হয়। জীবের এই সময়ে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, এই তিনেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান নহে ও এরূপ ভক্তিও ঐকান্তিকী নহে।

এখন অনেকে মনে করিতে পারেন, 'জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ই' মুক্তির কারণ। অর্থাৎ মুক্তি পাইতে হইলে 'জ্ঞান' ও 'কর্ম্ম' উভয়েরই এককালে অনুষ্ঠান প্রয়োজন। গ্রন্থরাজ যোগাবাশিষ্টে মুমুক্ষুপ্রকরণে অরিষ্টনেমি-সংবাদে উক্ত আছে—"যেমন পক্ষীগণ এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া উড়িতে পারে না—তদ্রূপ মানবগণের মুক্তি পাইতে হইলে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই প্রয়োজন হয়।"

কিন্তু এখানে মনে রাখা উচিত, যোগবাশিষ্ট যে 'কর্ম্ম' ও 'জ্ঞানের' উপদেশ দিয়াছেন, তাহা 'নিষ্কাম কর্ম্ম' কিম্বা 'ব্রহ্মজ্ঞান'কে লক্ষ্য করিয়া

বলা হয় নাই। কেননা গীতোপনিষদ্ভাষ্যকার স্বামী শঙ্করাচার্য্য এতৎ সম্বন্ধে সুন্দর মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন,—"তত্র কেচিদাহুঃ,—সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকাদাত্মজ্ঞাননিষ্ঠামাত্রাদেব কেবলাৎ কৈবল্যং ন প্রাপ্যতএব, কিং তর্হি? অগ্নিহোত্রাদিশ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মসহিতাৎ জ্ঞানাৎ কৈবল্যপ্রাপ্তিরিতি সর্ব্বাসু গীতাসু নিশ্চিতোঽর্থ ইতি। জ্ঞাপকঞ্চাহু-রস্যার্থস্য—"অথচেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি, কর্ম্মণ্যে-বাধিকারস্তে, কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বম্" ইত্যাদি। হিংসাদিযুক্তত্বাদ্বৈদিকং কর্ম্ম অধর্ম্মায়েতীয়মপ্যাশঙ্কা ন কার্য্যা। কথং? ক্ষত্রং কর্ম্ম যুদ্ধলক্ষণং গুরুভ্রাতৃপুত্রাদিহিংসাদিলক্ষণমত্যন্তক্রূরতরমপি স্বধর্ম্ম ইতি কৃত্বা নাধর্ম্মায়, তদকরণে চ "ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি" ইতি ব্রুবতা যাবজ্জীবাদিশ্রুতিচোদিতানাং সকর্ম্মণাং পশ্বাদিহিংসালক্ষণানাঞ্চ কর্ম্মণাং প্রাগেব নাধর্ম্মত্বমিতি সুনিশ্চিতমুক্তং ভবতীতি। তদসৎ, জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠ-য়োর্বিভাগবচনাৎ বুদ্ধিদ্বয়াশ্রয়য়োঃ "অশোচ্যান্" ইত্যাদিনা গ্রন্থেন ভগবতা যাবৎ "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" ইত্যেতদন্তেন গ্রন্থেন যৎ পরমার্থাত্মতত্ত্বনিরূপণং কৃতং, তৎ সাংখ্যং, তদ্বিষয়া বুদ্ধিরাত্মনোজন্মাদিষড়্‌বিক্রিয়াভাবাদ-কর্ত্তাত্মেতি প্রকরণার্থনিরূপণাৎ যা জায়তে, সা সাংখ্যবুদ্ধিঃ, সা যেষাং জ্ঞানিনামুচিতা ভবতি, তে সাংখ্যাঃ। এতস্যাবুদ্ধের্জন্মনঃ প্রাগাত্মনো দেহাদিব্যতিরিক্তস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যপেক্ষো ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকপূর্ব্বকো মোক্ষ-সাধনানুষ্ঠাননিরূপণলক্ষণো যোগঃ, তদ্বিষয়াবুদ্ধির্যোগবুদ্ধিঃ, সা যেষাং কর্ম্মিণামুচিতা ভবতি, তে যোগিনঃ, তথা চ ভগবতা বিভক্তে দ্বে বুদ্ধী নির্দ্দিষ্টে "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইতি। তয়োশ্চ সাংখ্যবুদ্ধ্যাশ্রয়াং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং সাংখ্যানাং বিভক্তাং বক্ষ্যতি "পুরা বেদাত্মনা ময়া প্রোক্তা" ইতি, তথাচ যোগবুদ্ধ্যাশ্রয়াং কর্ম্মযোগেন নিষ্ঠাং বিভক্তাঞ্চ বক্ষ্যতি "কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্"। ইত্যেবং সাংখ্যবুদ্ধিং

যোগবুদ্ধিঞ্চাশ্রিত্য দ্বে নিষ্ঠে বিভক্তে ভগবতা এবোক্তে জ্ঞানকর্ম্মণোঃ কর্তৃত্ব-অকর্তৃত্ব-একত্ব-অনেকত্ববুদ্ধ্যাশ্রয়য়োরেকপুরুষশ্রয়ত্বাসম্ভবং পশ্যতা। যথৈতদ্বিভাগবচনং, তথৈব দর্শিতং শাতপথীয়ে ব্রাহ্মণে—"এতমেব প্রব্রাজিনোলোকমিচ্ছন্তো ব্রাহ্মণাঃ প্রব্রজন্তি" ইতি সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসং বিধায় তচ্ছেষেণ "কিংপ্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোক" ইতি। তত্রৈব চ "প্রাগ্‌দারপরিগ্রহাৎ পুরুষশ্চাত্মা প্রাকৃতোধর্ম্মজিজ্ঞাসোত্তরকালং লোকত্রয়সাধনং পুত্রং দ্বিপ্রকারঞ্চ বিত্তং মানুষ্যং দৈবঞ্চ, তত্র মানুষ্যং বিত্তং কর্ম্মরূপং পিতৃলোকপ্রাপ্তিসাধনং, বিদ্যাঞ্চ দৈবং বিত্তং দেবলোকপ্রাপ্তি সাধনং সোঽকাময়তে" ইতি। অবিদ্যাকাময়ত এব সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি শ্রৌতাদীনি দর্শিতানি, "তেভ্যোব্যুত্থায় প্রব্রজন্তি" ইতি ব্যুত্থানমাত্মানমেব লোকমিচ্ছতোঽকামস্য বিহিতম্। তদেতদ্বিভাগবচপনমনুপপন্নং স্যাৎ, যদি শ্রৌতকর্ম্মজ্ঞানয়োঃ সমুচ্চয়োঽভিপ্রেতঃ স্যাদ্ভগবতঃ।"

ন চ অর্জ্জুনস্য প্রশ্ন উপপন্নো ভবতি "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে" ইত্যাদিঃ। একপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বাসম্ভবং বুদ্ধিকর্ম্মণোর্ভগবতা পূর্ব্বমনুক্তং কথমর্জ্জুনোঽশ্রুতং বুদ্ধেশ্চ কর্ম্মণোজ্যায়স্ত্বং ভগবত্যধ্যারোপয়েৎ, মৃষৈব "জ্যায়সীচেৎ কর্ম্মণস্তে মতাবুদ্ধিঃ" ইতি। কিঞ্চ যদি বুদ্ধিকর্ম্মণোঃ সর্ব্বেষাং সমুচ্চয় উক্তঃ স্যাৎ, অর্জ্জুনস্যাপি স উক্ত এবেতি। "যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতং" ইতি কথমুভয়োরূপদেশে সত্যন্যতরবিষয় এব প্রশ্নঃ স্যাৎ। ন হি পিত্তপ্রশমার্থিনো বৈদ্যেন মধুরং শীতলঞ্চ ভোক্তব্য মিত্যুপদিষ্টে, তয়োরন্যতরং পিত্তপ্রশমনকারণং ব্রূহীতিপ্রশ্নঃ সম্ভবতি। অথার্জ্জুনস্য ভগবদুক্তবচনার্থবিবেকানবধারণনিমিত্তঃ প্রশ্নঃ কল্প্যেত, তথাপি-ভগবতা প্রশ্নানুরূপং প্রতিবচনং দেয়ং "ময়া বুদ্ধিকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয় উক্তঃ, কিমর্থং ইত্থং ত্বং ভ্রান্তোঽসি" ইতি। ন তু পুনঃ প্রতিবচনমননুরূপং পৃষ্টাদন্য-দেব। "দ্বে নিষ্ঠে ময়া পুরা প্রোক্তে" ইতি বক্তুং যুক্তং। নাপি স্মার্ত্তে-

নৈব কর্ম্মণা বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়েঽভিপ্রেতে বিভাগবচনাদি সর্ব্বমুপপন্নম্। কিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধং স্মার্ত্তং কর্ম্ম স্বধর্ম্ম ইতি জানতঃ "তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি" ইতি উপালম্ভঃ অনুপপন্নঃ। তস্মাৎ গীতাশাস্ত্রে ঈষন্মাত্রেণাপি শ্রৌতেন স্মার্ত্তেন বা কর্ম্মণাত্মজ্ঞানস্য সমুচ্চয়ো ন কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যঃ।

যস্য তু অজ্ঞানাদ্ রাগাদিদোষতো বা কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য যজ্ঞেন দানেন তপসা বা বিশুদ্ধসত্ত্বস্য জ্ঞানমুৎপন্নং পরমার্থতত্ত্ববিষয়মেকমেবেদং সর্ব্বং, ব্রহ্মাকর্ত্তৃ চেতি, তস্য কর্ম্মণি কর্ম্মপ্রয়োজনে চ নিবৃত্তেঽপি লোকসংগ্রহার্থং যত্নপূর্ব্বং যথা প্রবৃত্তি তথৈব কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য যৎ প্রবৃত্তিরূপং দৃশ্যতে, ন তৎ কর্ম্ম, যেন বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়ঃ স্যাৎ, যথা ভগবতো বাসুদেবস্য ক্ষত্রধর্ম্মং চেষ্টিতং ন জ্ঞানেন সমুচ্চীয়তে পুরুষার্থসিদ্ধয়ে, তদ্বৎ তৎফলাভিসন্ধ্যহঙ্কারা-ভাবস্য তুল্যত্বাৎ বিদুষঃ। তত্ত্ববিন্নাহং করোমীতি মন্যতে, ন চ তৎফলমভি সন্ধত্তে। যথা চ স্বর্গাদিকামার্থিনোঽগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মলক্ষণধর্ম্মানুষ্ঠানায় াহিতাগ্নেঃ কাম্যএবাগ্নিহোত্রাদৌ প্রবৃত্তস্য সামিকৃতে বিনষ্টেঽপি কামে তদেবাগ্নিহোত্রাদ্যনুতিষ্ঠতোঽপি ন তৎ কাম্যমগ্নিহোত্রাদি ভবতি। তথা চ দর্শয়তি ভগবান্—"কুর্ব্বন্নপি ন করোতি ন লিপ্যতে" ইতি। অত্র যচ্চ "পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং" "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" ইতি, তত্ত্‌ প্রবিভজ্য বিজ্ঞেয়ম্। তৎ কথং? যদি তাবৎ পূর্ব্বে জনকাদয়ঃ তত্ত্ববিদোঽপি প্রবৃত্তকর্ম্মাণঃ স্যুস্তে লোকসংগ্রহার্থং "গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে" ইতি জ্ঞানেনৈব সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ। কর্ম্মসন্ন্যাসে প্রাপ্তেঽপি কর্ম্মণা সহৈব সংসিদ্ধিমাস্থিতা, ন কর্ম্মসন্ন্যাসং কৃতবন্ত ইত্যেবোঽর্থঃ। অথ ন তে তত্ত্ববিদঈশ্বরসমর্পিতেন কর্ম্মণা সাধনভূতেন সংসিদ্ধিং সত্ত্বশুদ্ধিং জ্ঞানোৎ-পত্তিলক্ষণাং বা সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয় ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। এতমেবার্থং বক্ষ্যতি ভগবান্ সত্ত্বশুদ্ধয়ে কর্ম্মকুর্ব্বন্তীতি, "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" ইত্যুক্ত্বা সিদ্ধিপ্রাপ্তস্য চ পুনর্জ্ঞাননিষ্ঠাং বক্ষ্যতি "সিদ্ধিং

প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম" ইত্যাদিনা। তস্মাদ্গীতাসু কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানা-ন্মোক্ষপ্রাপ্তিঃ, ন কর্ম্মসমুচ্চিতাদিতি নিশ্চিতোঽর্থঃ।"

জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্য বলেন -'কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়' মোক্ষ প্রদান করে ইহা ভগবান্ বাসুদেবের অভিপ্রেত নহে। তাহা হইলে তিনি দুই প্রকার নিষ্ঠা বা কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের কথা বলিতেন না। 'কর্ম্মযোগ' ও 'জ্ঞানযোগ' উভয়ে ভিন্ন। সেই জন্যই একই পুরুষে কর্তৃত্ব ও অকর্তৃত্ব এবং একত্ব ও অনেকত্ববুদ্ধি অসম্ভব। এই প্রকার বিভাগবচনও শতপথ শ্রুতিতে কয়েকটি মন্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে—"স্বর্গলোককামীব্রাহ্মণগণ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন।" "প্রত্যুত সমস্ত কর্ম্মসংন্যাস বা কর্ম্ম ফলত্যাগ ঘটিলে, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া কি হইবে?" "পুরুষ দারপরিগ্রহের পূর্ব্ব হইতেই প্রাকৃতধর্ম্ম-জিজ্ঞাসানন্তর লোকত্রয়-সাধন পুত্র, এবং পিতৃ-লোকপ্রাপ্তিসাধন কর্ম্মরূপ মানুষ্যবিত্ত ও দেবলোক-প্রাপ্তিসাধন দৈববিত্ত, এই দুই প্রকার বিত্তেরই প্রার্থনা করিয়া থাকে।"

শঙ্করস্বামী বহু হেতু প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন বুদ্ধিযোগ ও কর্ম্মযোগ অথবা সাংখ্য (জ্ঞান) নিষ্ঠা ও নিষ্কামকর্ম্মনিষ্ঠা কখনও এক হইতে পারে না। তাহা হইলে, অর্জ্জুন-কৃত "কর্ম্মযোগ হইতে বুদ্ধিযোগ যদি শ্রেষ্ঠ হয়" "ইহাদের (জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মযোগ) মধ্যে যাহা আমার পক্ষে মঙ্গলতর, তাহাই আমাকে বলুন" ইত্যাদি প্রকার প্রশ্ন কখনও সম্ভবপর হইত না। পিত্তপ্রশমনার্থী ব্যক্তি বৈদ্য কর্তৃক মধুর শীতল দ্রব্য ভোজনে উপদিষ্ট হইলে, মধুর ও শীতল দ্রব্য কেন পিত্তপ্রশমনের কারণ এরূপ প্রশ্ন কখনই করে না। যদি অর্জ্জুন ভগবানের বাক্য বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া এরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন, এরূপ বলা যায়, তাহাও সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ "আমি বুদ্ধি ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ের কথা

বলিয়াছি, কিজন্য তুমি ভ্রান্ত হইতেছ ?" এইরূপ প্রতিবাক্য প্রয়োগ করিতেন। বরং তিনি তাহার প্রতিকূলে বলিয়াছেন "হে অর্জ্জুন! আমি পূর্ব্বে দুইটি নিষ্ঠার কথাই বলিয়াছি"। এইরূপে দেখা যায় যে স্মার্ত্ত বা স্মৃতিশাস্ত্র-উপদিষ্ট কর্ম্মের দ্বারাও (অর্থাৎ কর্ম্মকে ধরিয়া লইয়া) বুদ্ধির সমুচ্চয় অভিপ্রেত হয় নাই। তাহা হইলেও পূর্ব্বের বিভাগ-বাক্যই সর্ব্বপ্রকারে উপপন্ন হইবে। কারণ ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ করা স্বধর্ম্ম, ইহা স্মার্ত্তকর্ম্ম জানিয়াও, "তাহা হইলে কিজন্য আমাকে এই ঘোর কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছেন" অর্জ্জুনের এরূপ উপালম্ভ (প্রশ্ন) অনুপপন্ন হইত। জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্য সেই জন্যই বলেন সমস্ত গীতাশাস্ত্রের মধ্যে শ্রৌত-স্মার্ত্ত কর্ম্মদ্বারা কেহ কখনও "জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়" দেখাইতে সমর্থ হইবেন না।

তিনি আরও বলেন যদি কোন পুরুষের প্রথম অবস্থায় অজ্ঞান বশতঃই হউক, আর রাগাদি দোষ মধ্যে থাকিয়াই হউক, যজ্ঞ, দান, আর তপস্যা অনুষ্ঠান দ্বারা পরে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রতিভাত জ্ঞান উৎপন্ন হয় ও পরমার্থতত্ত্ববিষয়ে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একই ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন কিছুই নহে, এবংপ্রকার উপলব্ধি হয়, তখন তাহাতে 'লোকসংগ্রহ' বা লোকশিক্ষার জন্য যত্নপূর্ব্বক যে কর্ম্ম-প্রবৃত্তির আভাস দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত কর্ম্ম নহে; এবং সেই জন্য জ্ঞানের সহিত উহার সমুচ্চয় হইতে পারে না। কেননা ক্ষাত্র-ধর্ম্ম-চেষ্টাও—জ্ঞানীগণের ন্যায় ফলাভিসন্ধি ও অহঙ্কারবর্জ্জিত হইয়া পুরুষার্থ-সিদ্ধির হেতু এবং নিমিত্ত হইতে পারে। এই জন্যই "কর্ম্ম—জ্ঞানের সহিত সমুচ্চিত" ইহা ভগবান্ বাসুদেবের অভিপ্রেত নহে। স্বামী শঙ্করাচার্য্যও এই মত তাঁহার গীত.ভাষ্যে সুন্দর রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

পুনশ্চ তত্ত্ববিদ্‌গণ "আমি কারতেছি" এরূপ মনে করেন না, কিম্বা

তাঁহারা কর্ম্মফলেরও অভিসন্ধান করেন না। পুরুষ স্বর্গার্থকামী হইয়া যজ্ঞ করেন, এবং এইরূপ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম, নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত জানিয়া অনুষ্ঠান করিলে কামী, যজ্ঞরত, আহিতাগ্নি পুরুষের জ্ঞানোদয় হয় ও সমস্ত কামনা বিনষ্ট হইয়া যায়, তজ্জন্য সেই সমস্ত (অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ) অনুষ্ঠান করিলেও, তাহা কাম্য নহে বলিয়া পুরুষের অদৃষ্ট বা শুভাশুভ ফলোৎপাদনে সমর্থ নহে। ভগবানও বলিয়াছেন "আমি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে লিপ্ত নহি।" যাহারা কর্ম্মসন্ন্যাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ কর্ম্মের সহিত সংসিদ্ধি বা সত্ত্বশুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা (কর্ম্মসন্ন্যাস বা) কর্ম্মত্যাগ করেন নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। এই জন্যই ভগবান---"সত্ত্বশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিবে," এই রূপ উপদেশ দিয়াছেন. স্বকর্ম্মানুষ্ঠান বা স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে, মানব সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হন এবং নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠার পরে জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। এই রূপে গীতাশাস্ত্র আলোচনা করিলে বুঝা যায়, "কেবল তত্ত্বজ্ঞান হইতেই মুক্তি, উহাতে 'জ্ঞান কর্ম্ম-সমুচ্চয়বাদে'র প্রয়োজন হয় নাই।"

জ্ঞানের লক্ষণ সম্বন্ধেও উক্ত আছে--

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানা ভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং॥
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকং।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥"

যে জ্ঞানের দ্বারা এই বিভিন্নাকারপ্রতীয়মান নিখিল জগতের মধ্যে কেবল মাত্র এক, অদ্বিতীয়, অবিভক্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা বা চিৎস্বরূপ

আত্মাই পরিদৃষ্ট হন, আর কোন পদার্থই দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই জ্ঞানকেই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। এই জ্ঞানকেই সম্যক্ দর্শন বা তত্ত্বজ্ঞান বলে। এই জ্ঞান লাভ হইলেই জীবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। আর যে জ্ঞানের দ্বারা আত্মা প্রতিশরীরী ও ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হন, তাহাকে রাজস জ্ঞান কহে। আর যে জ্ঞান দ্বারা দেহাদি বা প্রতিমাদি প্রভৃতি একই পদার্থে আত্মা বা ঈশ্বরবুদ্ধি জন্মাইয়া দেয় ও যাহা হেতুবর্জ্জিত, নিষ্প্রমাণক ও অযথাভূতার্থবৎ, তাহাকে তামস জ্ঞান বলে। শেষ দ্বিবিধজ্ঞানী জীবের পক্ষে দুই প্রকার নিষ্ঠাই বিশেষ প্রয়োজন। প্রথম কর্ম্মনিষ্ঠা ও দ্বিতীয় জ্ঞান নিষ্ঠা। ভগবানও বলিয়াছেন—

"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥"

অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আপনি কখনও জ্ঞাননিষ্ঠা কখনও বা নিষ্কামকর্ম্মনিষ্ঠা বা বুদ্ধিযোগকে শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন; আমি আপনার বিমিশ্র বাক্য-জাল দ্বারা মুগ্ধ হইতেছি। ইহার মধ্যে কোনটি শ্রেয়ঃ, তাই আমাকে বলুন।" শ্রীভগবান্ বলিলেন—"আমি বিমিশ্রিত বাক্য বলি নাই; তোমারই বুঝিতে ভ্রম হইয়াছে। হে অনঘ! এই সংসারে যাঁহারা কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের নিমিত্ত আমি পূর্ব্বে বেদের মধ্যে দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা বলিয়াছি; একটি জ্ঞাননিষ্ঠা, আর একটি নিষ্কাম কর্ম্ম-নিষ্ঠা বা বুদ্ধিযোগ। এতদুভয়ের মধ্যে যাঁহারা সাঙ্খ্য, অর্থাৎ আত্ম-বিষয়ে বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের পর যাঁহারা সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, বেদান্ত-বিজ্ঞান দ্বারা যাঁহারা পরমার্থতত্ত্ব নিশ্চয় করিতে পারিয়াছেন যাঁহারা পরমহংস পরিব্রাজক ও যাঁহারা এক মাত্র আত্মারাম, তাঁহাদের পক্ষেই জ্ঞাননিষ্ঠা। আর যাঁহারা কর্ম্মে অধিকারী —অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত নহেন, তাঁহাদের পক্ষেই কর্ম্মনিষ্ঠা নির্দ্দেশ

করিয়াছি।" সুতরাং আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু প্রত্যেক মানব নিষ্কাম ভাবে ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠানের অধিকার উত্তীর্ণ হইবার পরে জ্ঞাননিষ্ঠায় অধিকারী হইয়া থাকেন। তাহা হইলে বুঝা যায় যে "জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ে মুক্তি লাভ ঘটিয়া থাকে" এরূপ মীমাংসা প্রমাদ-পূর্ণ ও শাস্ত্র সঙ্গত নহে।

ভক্তি।

প্রাণমনের ঐকান্তিক ভজনা-প্রবৃত্তিই ভক্তি নামে অভিহিত হয়। উহা যেন স্বর্গের মন্দাকিনী। আত্মার ভজনালয় হইতে ভক্তিনির্ঝরিণী মধুর অব্যক্ত ধ্বনিতে প্রবাহিতা হইতেছে। ভক্ত সাধকগণই সেই পরম ও পূতপেয় ভক্তিবারি পান করিয়া সর্ব্বদা আনন্দে নিমগ্ন থাকেন। ভক্তি-নির্ঝরিণীর পীযূষপয়ঃ পান করিলে ভবের সকল ক্ষুধাই শান্ত হয়। ভক্তিই পরম রমণীয় মনোঽভিরাম শান্তিনিকেতনে লইয়া যায়। পূর্ণ সনাতন পরমাদ্ভুত নিত্যধাম ঐশ্বর্য্যময় বৈকুণ্ঠপুরীমধ্যে বৈকুণ্ঠপতিপ্রকটিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চিরনিত্য রাসক্রীড়া ভক্তগণই কেবল অনুভব করিয়া থাকেন। সেই নিত্যধাম পরম ঐশ্বর্য্যময় বৈকুণ্ঠপুরে প্রেমানন্দে নারদ, শাণ্ডিল্য আদি মহর্ষিগণ বিহ্বল হইয়া নিত্য গাহিয়া থাকেন,—

"ওঁ সা কস্মৈ প্রেমরূপা।"

"ওঁ অমৃত স্বরূপা চ।"

"ওঁ সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

"ওঁ যল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধোভবতি অমৃতা ভবতি তৃপ্তো ভবতি।"

"ওঁ যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি ন শোচতি নদ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি।"

"ওঁ যজ্‌জ্ঞানান্মত্তো ভবতি স্তদ্ধো ভবতি আত্মারামোভবতি।"

"ওঁ সা ন কাময়মানা নিরোধরূপাৎ।"

জীব যখন চিত্ত, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গত চেষ্টায় স্বকীয় প্রকৃতি অনুসারে হৃদয়ে আদর্শ অঙ্কিত করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন তখন তিনি সেই প্রাণ মনের দেবতাটিকে 'ঈশ্বর' বলিয়া অভিহিত করিতে শাস্ত্রতঃ বাধ্য হন। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ।" অথবা "অনাদিরনির্বাচ্যা ভূতপ্রকৃতিঃ চিন্মাত্রসম্বন্ধিনী মায়া তস্যাং চিৎপ্রতিবিম্ব ঈশ্বরঃ" (সিদ্ধান্তলেশঃ)। যে মহামহিম পুরুষকে অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ, সোপক্রম ও নিরূপক্রম আদি কর্ম্ম, জন্ম, জাতি, আয়ুঃ প্রভৃতি জনিত বিপাক ও বিষয়ভোগ জন্য বহুবিধ আশয় স্পর্শ করিতে পারে না তিনিই ঈশ্বর। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশকে পঞ্চ প্রকার ক্লেশ বলে। যে সমস্ত পদার্থ অনিত্য তাহাকে নিত্য বলিয়া জ্ঞান, যাহা অপবিত্র তাহাকে পবিত্র বলিয়া জ্ঞান, ও যাহা প্রকৃত দুঃখকর তাহাকে সুখকর বলিয়া জ্ঞান, তাহার নাম 'অবিদ্যা'। দৃক্‌শক্তি বা বুদ্ধিতত্ত্ব ও আত্মার একাত্মতাকে 'অস্মিতা' বলে। সংক্ষেপে "আমি" "আমার" ইত্যাকার প্রতীতির নাম অস্মিতা। আর যখন পূর্ব্বানুভূতসুখের অনুস্মৃতি বশতঃ তৎসজাতীয়সুখসাধনে তৃষ্ণা জন্মে তখন তাহাকে 'রাগ' বলে। ইহারই অপর নাম 'বাসনা।' দুঃখের অনুশয়কে 'দ্বেষ' বলে অর্থাৎ দুঃখাভিজ্ঞের দুঃখের অনুস্মৃতি বশতঃ যে তৎসাধনে নিন্দাত্মক অনভিলাষ জন্মে তাহাকেই 'দ্বেষ' বলে। মৃত্যু-ভয়কে 'অভিনিবেশ' বলে। জীব মাত্রেই এই পঞ্চবিধ ক্লেশ অল্প বিস্তর পরিমাণে ভোগ করিতেছে। কর্ম্ম দুই প্রকার; 'সোপক্রম' ও 'নিরু-পক্রম'; যাহার বিপাক বা ফল আরম্ভ হইয়াছে তাহা সোপক্রম ও যাহা তুষ্ণীম্ভাবে আছে বা ভবিষ্যৎ কালে গিয়া ফল প্রদান করিবে তাহা নিরুপ-

ক্রম নামে অভিহিত হয়। যিনি এই পঞ্চবিধ ক্লেশ, দ্বিবিধ কর্ম্ম, জন্ম, জাতি প্রভৃতি জনিত বিপাক ও বিষয় ভোগের অতীত তিনিই ঈশ্বর।

বেদান্তবিদ্ আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন অনাদি অনির্বাচ্য ভূতপ্রকৃতি চিন্মাত্র-সম্বন্ধিনী 'মায়া' নামে এক অদ্ভুত পদার্থ আছেন, ইনি বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধানা। ইহাতে যখন চিৎসত্ত্ব প্রতিভাত হন তখন তিনিই ঈশ্বর নামে অভিহিত হন; "ইয়ং সমষ্টিঃ উৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা, এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বেশ্বরত্ব সর্ব্বনিয়ন্তৃ গুণকং সদসদ-ব্যক্তমন্তর্যামি জগৎকারণমীশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে।" সেই মহান আদর্শ-স্বরূপ ঈশ্বরে জীবের স্বাভাবিকী ভজনা প্রবৃত্তি যখন বিকশিত হয় তখন তাহাকেই 'ভক্তি' বলে। 'ভক্তি' ও 'ভাবের' মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর ও পার্থক্য আছে। শুক, চৈতন্য, প্রহ্লাদের ভক্তি, আর চলচিত্ত সাধারণ জীবের ভগবদ্ভাব—ইহারা এক জাতীয় নহে। এইজন্য ভক্তি ও ভাব ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভক্ত। 'ঐকান্তিকী' বা 'অহৈতুকী' ভক্তিকেই ভগবান বৈকুণ্ঠপতি তাঁহার 'স্বরূপ' বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। ভজনা প্রবৃত্তিই অনুরক্তি নামে অভিহিত হয়। অনুরক্তি যখন 'পরা' (উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ) হয় তখন তাহাকেই ভক্তি বলে। সাধারণ বা সামান্য অনুরক্তিকে 'ভাব' বলে। ভগবদ্ভাবমাত্রই ভক্তি নহে। ভাব পরিপুষ্ট না হইলে তাহাকে ভক্তি বলা যায় না। নারদঋষি বলিয়াছেন জীবের যখন ভগবানে প্রেমের আবির্ভাব হয় তখন তাহাকে ভক্তি বলে। 'ও সা কস্মৈ প্রেমরূপা'। এই সূত্রে 'প্রেমরূপ' বলায় বুঝাইতেছে যেন 'ভগবান্' ও 'ভগবদ্প্রেম' একই বস্তু। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র ভগবদ্প্রেমই বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল। সংসারে স্ত্রী পুত্র ধন রত্নাদিতে দয়া, মায়া, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, স্নেহ আদি বিবিধরূপে ভগবদ্ প্রেমের যে আংশিক বিকাশ দেখা যায় তাহা সম্পূর্ণ, ভ্রমশূন্য, বিশুদ্ধ, সুখ-

দুঃখাদি দ্বন্দ্বাতীত নহে। ভগবান্ ও ভগবদ্‌প্রেম এক ও নিত্য বস্তু বলিয়া সংসারে জীবের কোন অনিত্য পদার্থেই প্রেম চিরস্থায়ী হয় না। যেহেতু ভক্ত ঋষিগণ বলিয়াছেন,

ভক্তি অমৃতস্বরূপ। ভক্তির ক্ষয় নাই। সুতরাং ইহার পরিপূরণও নাই। ইহা নিত্যই পরিপূর্ণ স্বরূপ। ভক্তি স্বয়ং যেমন অমৃতস্বরূপ ইহা জীবের পক্ষেও তদ্রূপ। জীব একবার ভক্তিরূপ পীযূষবারি পান করিতে পারিলে তাহার জন্ম-জরা চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়।

ভক্তি লাভ করিলেই পুরুষকে 'সিদ্ধ' বলা যাইতে পারে, 'অমৃত' বলা যাইতে পারে, 'তৃপ্ত' বলা যাইতে পারে। ভক্তি লাভ করিলেই পুরুষের কোন প্রকার বাঞ্ছা থাকে না, কোন প্রকার দ্বেষ থাকে না, কাম কিম্বা কোন প্রকার উৎসাহ থাকে না। ভক্তের সকল চেষ্টাই ভক্তিময় হইয়া যায়।

ভক্তি লাভ হইলে পুরুষ কখন স্তব্ধ হইয়া প্রেমানন্দ আস্বাদন করিতে থাকেন কখন বা প্রেমোচ্ছ্বাসে উন্মত্তের ন্যায় বোধ হন আবার কখন বা আত্মারাম হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে থাকেন।

ভক্তিনিরোধস্বরূপ। শ্রৌতস্মার্ত্তবিহিত সমস্ত বিধিকর্ম্ম পরিত্যাগকেই নিরোধ কহে। সেইজন্য ভক্তি কোনরূপ কামনা-রূপ বা কামগন্ধযুক্ত নহে।

ভক্তি ও ভগবান্ একই বস্তু হইলে ভক্তি আবার কোথা হইতে উৎপন্ন হইবে? কেননা জীবের ঈশ্বরে ভজনাবৃত্তি স্বাভাবিক। ঈশ্বর-বিভূতিতে কর্ম্ম, বিজ্ঞান, শিল্প, ধন, রত্ন, স্ত্রী, পুত্র, গুরু, প্রভৃতির মধ্য দিয়া জীবের প্রেম, প্রীতি, নানারূপে ভজনাবৃত্তি, স্নেহ ও দয়া, সংসিদ্ধ হইতে দেখা যায়। অগ্রে ঈশ্বরের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া পরে ভক্তি পাইতে কাহাকেও দেখা যায় নাই ও উহা অসম্ভব। সেই জন্যই

জীবের অন্তঃকরণে ভজনাপ্রবৃত্তি স্বভাবজাত বলিতে হইবে। ভজনাপ্রবৃত্তি যখন অসম্পূর্ণ ও উহাতে যখন আত্ম-প্রীতির অনুসন্ধান থাকে তখন উহা 'ভাব' নামে অভিহিত হয়। ঈশ্বরে ভজনাপ্রবৃত্তি যখন সম্পূর্ণ হয় অথবা ঈশ্বরানুরাগ যখন পরিপুষ্ট হয় তখন উহা 'ভক্তি' নাম ধারণ করে এবং উহা আবার যখন হেতুবর্জ্জিত হয় বা বিষ্ণুকামনায় উদ্দিষ্ট হয়, "অকামো বিষ্ণুকামো বা", তখন উহাকে 'অহৈতুকী' বলে। উহা একান্ত বা সম্পূর্ণ বলিয়া উহাকে 'পরা'ও বলে। ভাব ও ভক্তি অত্যন্ত পৃথক্। ভাব অসম্পূর্ণ, হেতুযুক্ত, ও কোনরূপ আধারকে অবলম্বন করিয়া থাকে, কিন্তু ভক্তি তদ্রূপ নহে ; উহা সম্পূর্ণ হেতুবর্জ্জিত এবং সেখানে আধার ও আধেয় এক হইয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জীবের ভজনাপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এই ভজনা-প্রবৃত্তি বা ভাব সর্ব্বপদার্থেই সংবদ্ধ রহিয়াছে। মনে করুন, চিত্তপটে যেন হিমবন্ত প্রদেশ মধ্যে স্বর্গভূমিস্থ মানসসরোবর। সুনীল অম্বুরাশি চতুর্দ্দিক বলয়াকারে আকাশ স্পর্শ করিতেছে। সুস্নিগ্ধ পবন তরঙ্গশীকরে আমোদিত হইয়া প্রাণমন হরণ করিতেছে। কোথাও বা চতুর্দ্দল, কোথাও বা ষড়দল, কোথাও বা দশদল, কোথাও বা দ্বাদশদল, কোথাও বা অষ্টদল, কোথাও বা ষোড়ষদল, কোথাও বা দ্বিদল, কোথাও বা সহস্রদল নীল, রক্ত, পীত, শুভ্র আদি বিবিধ বর্ণের পদ্ম সমূহ চতুর্দ্দিকে শোভা বিস্তার করিতেছে। সুধাধবল শুভ্র হংস-মালা ইতস্ততঃ সেই মানসসরোবরে ক্রীড়া করিতেছে। কিম্বা মনে করুন—নিস্তব্ধ অরণ্যানী, ভীষণ ব্যাঘ্রাদিমৃগসঙ্কুল হইলেও কোন হিংসা নাই, মনীষি মুনিগণ সেবিত হইলেও কোন রূপ কোলাহল নাই, নিস্তব্ধ হইলেও কলকণ্ঠী ব্রহ্মচারী বালকগণের সামশ্রুতির শান্তিদাত্রী গীতির অভাব নাই, ফল-মূলাশনের আশামাত্র থাকিলেও হোতাপোতা প্রভৃতি যাজ্ঞিকগণের

কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে কোনরূপ জড়তা নাই। এইরূপ হয়ত কোন সুন্দর স্থানে গমন করিলেন, মনঃ সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া গেল। মন প্রাণ বহুক্ষণ সৌন্দর্য্য সাগরে ডুবিয়া গিয়া হয়ত বিভোর ও সমাহিত হইয়া থাকিল। কিছুক্ষণ পরেই হয়ত সেই সৌন্দর্য্যস্রষ্টার কথা বহুবার মনে পড়িতে লাগিল ও যখন সেই সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি, ভগবদ্বিভূতি বোধে চিন্তা হইতে লাকিল ও তখন সেই ভাব কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়? অন্তঃকরণে ভগদ্ভাব বা অপবিস্ফুটভক্তি নিশ্চয়ই প্রসুপ্ত ভাবে ছিল—ইহাই তাহার একমাত্র কারণ বলিতে হইবে।

ভাব শুধু সৌন্দর্য্যের উদ্বোধক নহে, অসৌন্দর্য্যেরও উদ্বোধক। তাহা না হইলে সকল পদার্থ মধ্যে ভাবের উদ্বোধক হইবার কোনরূপ কারণ বা শক্তিসদ্ভাবের সম্ভাবনা থাকে না। ইহাতে বঝা যায় কর্ত্তা, ক্রিয়া, বা অধিকরণ সমস্ত পদার্থেই ঈশ্বরভাবের সম্বন্ধ আছে। ভাব যখন ভগবন্মুখী হইয়া বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যকে উদ্বুদ্ধ করে তখন উহা বিশ্বব্যাপী-প্রেম এই আখ্যা লাভ করে। এই প্রেমকণা লাভ করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাবৎ পদার্থই জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। যে আধার বা অন্তকরণরূপ মহাকাশক্ষেত্র ভগবানের প্রেমপ্রবাহে অণুপ্রাণিত হইয়া উঠে সেই ক্ষেত্রই ভক্তগণের যথার্থ মুক্তিক্ষেত্র।

ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে ভগবান্ কপিল দেব মাতা দেবহুতিকে বলিয়া-ছিলেন,—

"দেবানাং গুণালিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী॥
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥"

[গুণাঃবিষয়াঃ ; লিঙ্গন্তে জ্ঞায়ন্তে যৈ স্তেষাং দেবানাং দ্যোতনাত্মকানাম্

ইন্দ্রিয়াণাং তদধিষ্ঠাতৃণাং বা সত্ত্বে সত্ত্বমূর্ত্তৌ হরৌএব যা বৃত্তি সা ভক্তিঃ সিদ্ধে মুক্তেরপি গরীয়সী কথম্ভূতা, অনিমিত্তা নিষ্কামা, স্বাভাবিকী অযত্নসিদ্ধা। তেষামেবংবিধবৃত্তৌ হেতুমাহ, গুরোরুচ্চারণমনুশ্রূয়তে ইত্যনুশ্রবো বেদস্তদ্বিহিতানুশ্রবিকং কর্ম্ম তদেব কর্ম্ম যেষাম্। অতএব একরূপং অবিকৃতং মনো যস্য পুংসঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্যেত্যর্থঃ মুক্তিশ্চ প্রাসঙ্গিকী —ভবত্যেবেত্যাহ। যা ভক্তিঃ কোশং লিঙ্গশরীরং জরয়তি ক্ষপয়তি। স্বপ্রযত্নং বিনৈব সিদ্ধৌ দৃষ্টান্তঃ, নিগীর্ণং ভুক্তমন্নং অনলো জাঠরো যথা জরয়তি (শ্রীধর স্বামীঃ)]। (অর্থাৎ),

গুণ বা বিষয়প্রকাশক দ্যোতনশীল ইন্দ্রিয়গণের বা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বিষ্ণু মূর্ত্তিতে যে প্রবৃত্তি বা অনুরক্তি তাহাকে ভক্তি বলে। ইহা সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়সী। ভক্তি কোনরূপ নিমিত্ত অপেক্ষা করে না বলিয়া ইহাকে 'অনিমিত্তা' বলা হইয়া থাকে। আরও ইহাকে 'স্বাভাবিকী' বা 'অযত্নসিদ্ধা' বলা হইয়াছে। স্বভাবের সহিত সত্তাগত বলিয়া ভক্তি লাভ করিতে হইলে মানবকে কোন প্রযত্নান্তর অপেক্ষা করিতে দেখা যায় না উহা জীব হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যেমন জাঠর-অগ্নি নিগীর্ণ পদার্থকে কোনরূপ প্রযত্ন ব্যতিরেকে জীর্ণ করে সেইরূপ ভক্তিও স্বতঃই পরিপুষ্ট হইয়া লিঙ্গশরীর নষ্ট করে। সেই জন্যই ভক্তির সমীপে একমনা শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি জ্ঞানী ব্যক্তিরও মুক্তিকে প্রাসঙ্গিকী বলা হইয়া থাকে। ভক্তগণের আকার ইঙ্গিত হইতে প্রকাশ পাইয়াছে যে ভক্তি, ভগবান্ ও মুক্তি উভয়ের প্রাপ্তি ঘটাইয়া দেয়। মুক্তি একমাত্র মুক্ত বা ত্রিবিধ দুঃখবিমুক্ত অবস্থা প্রদান করে। এই জন্যই ভক্তঋষিগণ বলিয়া থাকেন জ্ঞানীদিগের মুক্তি সর্ব্বদা ভক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে।

"তামৈশ্বর্য্য পরাং কাশ্যপঃ পরত্বাৎ।"

"আত্মৈকপরাং বাদরায়ণঃ।"

"উভয়পরাৎ শাণ্ডিল্যঃ শব্দোপপত্তিভ্যাম্।"

মহর্ষি শাণ্ডিল্য এখানে, মহর্ষি বাদরায়ণ ও আচার্য্যশ্রেষ্ঠ *কাশ্যপের মুক্তি সম্বন্ধে মত উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি কাশ্যপ দ্বৈতবাদী ছিলেন। কিন্তু পূজ্যপাদ বাদরায়ণ অদ্বৈতবাদী ছিলেন। কাশ্যপ বলেন পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যবিষয়িনী বুদ্ধিই মুক্তিফল প্রদান করিতে সমর্থ হয়। "বুদ্ধি ব্রহ্ম-প্রমীতি"; যাহা দ্বারা ব্রহ্মপরিজ্ঞান জন্মে তাহাকে 'বুদ্ধি' বলে। মহর্ষি দ্বৈপায়ন বলেন শুদ্ধাত্মবিষয়িনী বুদ্ধিই মুক্তির কারণ। মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলেন উভয় প্রকার বুদ্ধিই মুক্তির কারণ। ইহাতে তিনি বেদপ্রমাণ ও ছয় প্রকার উপপত্তিরও ১ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, বেদে "শুদ্ধাত্মবিষয়িনী" বুদ্ধি ও "পরমৈশ্বর্য্যমদবিষয়িনী" বুদ্ধিজ্ঞাপক উভয় প্রকার শ্রুতির উল্লেখ আছে। জীব পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ ও নিমগ্ন হইয়া কখন বা জীবব্রহ্মত্ব লোপ করিয়া দিয়া চিদানন্দ স্বরূপে অবশিষ্ট থাকেন, আবার কখন বা মহাসম্ভ্রমসহকারে তাঁহা হইতে পৃথক থাকিয়া তাঁহার চিদ্‌ঘন মূর্ত্তিতে মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে থাকেন। "আত্মেতি ত্ববগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চেতি," "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি শান্ত উপাসীত," "তস্মাদ্‌যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে, ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্‌ যজুস্তস্মাদজায়ত।" "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব," "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন।" (গী।১৫।৭), "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে উভয় প্রকার বুদ্ধিই দেখিতে পাওয়া যায়। যতদিন আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি বা

---

* "উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥"

(১) উপক্রম ও উপসংহার (২) অভ্যাস (৩) অপূর্ব্বতা (৪) ফল (৫) অর্থবাদ ও (৬) উপপত্তি।

ব্রহ্মজ্ঞান অপরোক্ষ না হয় ততদিন বুদ্ধিতে কোনরূপ হেতুপ্রবৃত্তি দৃষ্ট হইবেই হইবে। কোনরূপ হেতু অবলম্বন করিয়া বুদ্ধির এই যে প্রবৃত্তি তাহা যতদিন বিশুদ্ধ না হয় ততদিন তাহার বিহিত অবঘাত-প্রাপ্ত বিশুদ্ধ ব্রীহির ন্যায় পুনঃ পুনঃ সংস্কারের প্রয়োজন হইবে। "বুদ্ধি হেতুপ্রবৃত্তি রাবিশুদ্ধেরবঘাতবৎ।" ভক্তি সাধ্য না হইলেও ভক্তিবিকাশের জন্য জীবের সাধনা আবশ্যক। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, পরোক্ষ আত্মজ্ঞান, যোগ, নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠান সমস্তই ভক্তির অন্তরঙ্গ সাধন। অপরাভক্তিও বহিরঙ্গ সাধন। ভক্তি এইরূপে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাধনে বিশুদ্ধ হইলে, জীবের বিশ্বব্যাপী প্রেমের বিস্তরণ হয়। পরোক্ষ আত্মজ্ঞান হইতে মুমুক্ষু জনদিগের যম নিয়মাদি যত কিছু অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাধন, সমস্তই ভক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকে।

কোন সময়ে ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদকে তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন হে আয়ুষ্মান! গুরুর নিকট হইতে এতাবৎকাল যাহা কিছু উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছ ও যাহা কিছু উত্তম শিক্ষা লাভ করিয়াছ তাহা আমাকে বল। প্রহ্লাদ উত্তরে বলিয়াছিলেন ;—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবনম।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম ॥"

এই নব লক্ষণযুক্ত ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অধ্যয়ন ও সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম শিক্ষার বিষয়। ভগবৎ কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, তাঁহাকে পরম প্রভু বলিয়া সেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাসানুদাসের ন্যায় ভাব, বন্ধুপ্রীতি, আত্ম-নিবেদন এই নয়টী লক্ষণ 'অহেতুকী' ভক্তি লাভের একমাত্র উপায় ও জগতের সর্ব্বপ্রকার অধ্যয়নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অধ্যয়ন এবং সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার মধ্যে সারাৎসার শিক্ষা। মননশীল মুনিগণ সর্ব্বদা স্মরণ, মুমুক্ষু জীবগণ সর্ব্বদা শ্রবণ কীর্ত্তন, মহামায়ারূপিণী রুক্মিণী প্রভৃতি দেবীগণ

পাদ সেবন, যাজ্ঞিক ও ঋত্বিগ্‌গণ অর্চ্চনা বন্দনা, হনুমান অর্জ্জুন আদি পুরুষসিংহগণ দাস্য, সুদামাদি গোপবালকগণ সখ্যভাব এবং প্রহ্লাদ ধ্রুবাদি আত্মনিবেদন এই প্রকার বিশেষ বিশেষ লক্ষণযুক্ত ভাব-সাধন দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইহ জগতে প্রসিদ্ধ আছে। ভক্তির এই নয়টি লক্ষণের মধ্যেও আবার পরস্পর সম্বন্ধ আছে। যিনি অর্চ্চনা ও বন্দনায় বিশেষভাবে অনুরাগী তিনি যে শ্রবণ কীর্ত্তনে অনুরাগী হইবেন না তাহার কোন অর্থ নাই। ফলতঃ যিনি যে ভাবের সাধক তিনি সেই সেই বিশেষ ভাব সাধন করিয়া অন্তে পরমৈশ্বর্য্যশালী যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নিত্য নিকেতন অপূর্ব্বপরী বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভগবান বাসুদেব অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন :-

"সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
সমঃ শত্রৌচ মিত্রেচ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎ পরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥

ন তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোভুবি॥
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তোজিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্ব্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তেষু চাপ্যহম্॥
অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥

উদ্ধৃত শ্লোক সমূহ আলোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত তাঁহারা অতি সংযতচিত্ত, দৃঢ়াধ্যবসায়ী, শুচি, শুভাশুভ পরিত্যাগী, উদাসীন, মৌনী, শ্রদ্ধা সম্পন্ন, হর্ষ-অমর্ষ ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, নিন্দা ও স্তুতিতে সমজ্ঞান, সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ও অপেক্ষা শূন্য, নিরুদ্বেগ এবং শোক দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা হইতে বর্জ্জিত। এবংবিধ ভক্ত ভগবান্ বাসুদেবের একান্ত প্রিয়। ইহ সংসারে চারি প্রকার লোকে ঈশ্বর ভজনে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে। আর্ত্ত অর্থাৎ তস্কর ব্যাঘ্র রোগাদি দ্বারা অভিভূত, অর্থকামী, ভগবত্তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও আত্মবিদ্‌গণই ভগবানকে জানিবার জন্য অনুরাগী দৃষ্ট হন। এই চতুর্ব্বিধ ঈশ্বরপরায়ণ লোকের মধ্যে যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী, নিত্যযুক্ত এবং একভক্তি অর্থাৎ পরমাত্মা ব্যতীত আর কোন ভজনীয় পদার্থ দেখিতে পান না বলিয়া বাসুদেবে সমস্ত সমর্পণ করেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ও সেই ভক্তগণই সর্ব্বাপেক্ষা ভগবানের প্রিয়।

সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা

ব্রহ্মজ্ঞান অপরোক্ষ করিয়াছেন বা ব্রহ্ম দর্শন লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা অহৈতুকী ভক্তিলাভ করিয়াছেন অথবা যাঁহাদের ভাগ্যে ভগবৎ-সন্দর্শন-লাভ ঘটিয়াছে তাঁহারা প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান অবলম্বন করিলেও পরিণামে তাঁহারা একই স্থানে উপনীত হন ও এক হইয়া যান। আত্ম-জ্ঞানীর "ব্রহ্ম নির্ব্বাণ প্রাপ্তি" ও ভগবদ্ভক্তের 'অহৈতুকী ভক্তি' লাভ ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ইহাঁরা একই স্থানে উপনীত হইয়া একমাত্র বিশুদ্ধ সত্তা উপলব্ধি করিতে করিতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ভাবে অবশিষ্ট মাত্র থাকেন।

অতএব নিষ্কাম কর্ম্মী, ব্রহ্মজ্ঞানী ও ভক্ত ইহাঁদের মধ্যে মনের ও প্রাণের বা শেষ লক্ষ্যস্থলে কোন অমিল নাই। তবে ইহাঁরা যে যে প্রস্থান অবলম্বন করেন তাহা ভিন্ন ভিন্ন। কর্ম্মনিষ্ঠা, জ্ঞাননিষ্ঠা ও বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা ভক্তি, ইহাদের অনুষ্ঠান প্রণালী ও প্রস্থান সমূহ মুমুক্ষু ও ও মুক্ত জীবগণ পৃথক বলিয়া বিবেচনা করিলেও পরিণামে ইহারা সেই রাজাধিরাজের অধ্যাত্মরাজ্যে লইয়া যায়। তজ্জন্য প্রথমে গুরুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণানন্তর দেশ, কাল, অবস্থা ও স্বস্ব অধিকার অনুসারে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম সমূহ জানিয়া লইয়া, নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকাদি-সাধন চতুষ্টয় লাভ করিয়া, শমদমাদি আধ্যাত্মিক ষট্সম্পত্তিসম্পন্ন হইয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত যখন নির্ম্মল হইয়া যায়, চিত্ত হইতে যখন রাজসিক তামসিক মলা অপগত হয় তখন সাধক গুরূপ-দিষ্ট পরোক্ষসাধন ব্রহ্মজ্ঞান অপরোক্ষ করিতে সমর্থ হ'ন। তখন তিনি ব্রহ্মভাবের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়া পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃত লাভে, কৃতার্থ হ'ন ও প্রেমময় হইয়া যান। সুতরাং 'জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি' ইহারা যেন অঘটন পটীয়সী মহামায়ারূপ চম্পক বৃক্ষের একই বৃন্তস্থ তিনটি মনোমুগ্ধ কর বিকশিত কুসুম। গুরুর নিকট হইতে প্রস্থানত্রয়ের স্বরূপ

অবগত হইয়া প্রসূনত্রয়ে গুণাতীত পরমপুরুষ শ্রীশ্রীবাসুদেবচরণে অর্ঘ প্রদান করিতে পারিলে জীব পরাশান্তি লাভে কৃতার্থ হইতে সমর্থ হ'ন। ইতি ওঁ হরি ওঁ। *

সমাপ্ত।

---

* জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা আয়াসসাধ্য। অভাব বশতঃ উহাকে সঙ্ক্ষেপ করিতে হইয়াছে। ভরসা করি সংক্ষেপউক্তি সাধু পণ্ডিতমণ্ডলীর সমীপে মার্জ্জনীয় হইবে।